ভারতীয় জনতা পার্টি
কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

১৭ জানুয়ারি, ২০১৩

বি জে পি-র জাতীয় মুখপাত্র ও সংসদ শ্রী প্রকাশ জাভড়েকরের জারি করা সংবাদ বিবৃতি

দেশের সাধারণ মানুষ সমানে মুল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট হচ্ছেন। সরকারের উচিত, মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া। তা না করে রেল থেকে ডিজেলের দাম বাড়িয়ে সরকার সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা চাপাল। তেল মার্কেটিং সংস্থাকে নিয়মিত দাম পর্যালোচনা করার অনুমতি দেবার ছলে সরকার যে ভাবে ডিজেলের দাম বাড়ালো, বি জে পি তার তীব্র নিন্দা করছে। সরকার তার কর্তব্য থেকে পালাতে চাইছে। বি জে পি অভিযোগ করছে, সরকার ইতিমধ্যেই ডিজেলের দাম কয়েকদিনের মধ্যে ১০ টাকা বাড়াবার পরিকল্পনা করেছে।

ইউ পি এ ইস্তাহার ও রাষ্ট্রপতির ভাষণে থাকলেও সরকার এখনো হাইড্রকার্বন নীতি ঘোষণা করেনি। তাঁদের নীতি ও সিদ্ধান্তে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। তারা চারবার পেট্রলিয়াম মন্ত্রীকে বদল করেছে এবং ১৫ বার দাম সংক্রান্ত নীতি বদল করেছে। এই মনোভাবের ফলে দেশের অর্থনীতির অপূরনীয় ক্ষতি হচ্ছে।

ডিজেলের দাম বাড়ার প্রতিক্রিয়া সব কিছুর ওপর পড়বে ও সব জিনিসের দাম বাড়বে। লোকেদের সব ধরনের যাতায়াতের খরচ বাড়বে। সেচ, ট্র্যাক্টর ও অন্য কৃষিজ খরচ বাড়বে।

পেট্রলজাত পদার্থের ক্ষেত্রে ভারতে খুব চড়া হারে কর ধার্য আছে। এই আর্থিক বছরে এই ক্ষেত্র থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ২ লক্ষ কোটি টাকা পাবে। দাম না বাড়ানোয় ক্ষতির তথ্য যথেষ্ট সন্দেহজনক। এর অনেকটাই ধারণা করে নেওয়া হয়। সরকার আশা করছে, লোকে তেলের আন্তর্জাতিক দাম দেবে, আবার অতটা করও দেবে। তেল মার্কেটিং সংস্থার অপদার্থতার জন্য এই মূল্য দেওয়াটা অন্যায্য ব্যাপার।

রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি দেওয়া সিলিন্ডারের সংখ্যা ৬ থেকে ৯ করাটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। গত ৬০ বছর ধরে লোকে যত খুশি সিলিন্ডার ব্যবহার করল, এখন সরকার প্রথমে তার সংখ্যা ৬-তে বেঁধে দিল। তারপর ৯ করল। এটার কোনো অর্থ হয় না। সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুক ও আগের মত গৃহস্থালীর জন্য যত সিলিন্ডার লাগে ততগুলি দিক।

(ও পি কহলি)
সদরদফতর প্রমুখ